ক্রিকেটের মক্কা লর্ডসে ২৬ মে প্রথম টেস্ট দিয়ে শুরু হচ্ছে ঐতিহাসিক ইংল্যান্ড সফর। সিরিজে বাংলাদেশের প্রমাণ করার আছে অনেক কিছু। সাপ্তাহিক ২০০০ বিশ্লেষণ করেছে সিরিজে কোন খেলোয়াড়েরা ভালো করবেন।

লিখেছেন **হাসান জামান**

# বাংলাদেশ বনাম ইংল্যান্ড

# সিরিজ মাতাবে যারা

ক্রিকেটের জন্মভূমি হিসেবে ইংল্যান্ড সফর সব ক্রিকেটারের জন্যই বড় উপলক্ষ। বাংলাদেশের জন্য সফরটা ঐতিহাসিক। এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ সফরে ইংল্যান্ড যাচ্ছে বাংলাদেশ। ২টা টেস্ট খেলবে ইংলন্ডের সঙ্গে। এছাড়া বিশ্বসেরা অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের সঙ্গে ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ। বাংলাদেশের জন্য খুব কঠিন পরীক্ষা হতে যাচ্ছে এ সিরিজ।

আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ আর ফর্মে থাকা ইংল্যান্ড। ক্রিকেটীয় শক্তি ও ঐতিহ্য বিবেচনায় অনেক দূরত্ব। তবু সদ্য টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজ জেতা বাংলাদেশ এক ইঞ্চি ছেড়ে কথা বলবে না। সামর্থ্যের সবটুকু ঢেলে দেবে নিজেদের প্রমাণের জন্য। ক্রিকেট বিশ্বে প্রবীণ ও নবীনের এই দ্বৈরথ তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে এ সফরের পরই ঐতিহাসিক অ্যাসেজ সিরিজ। ইংল্যান্ড মূলত অ্যাসেজ নিয়েই ব্যস্ত। ঠিক এই সুযোগটাই নিতে চাচ্ছে বাংলাদেশ। তাদের চেষ্টা সবাইকে চমকে দেয়া।

সিরিজে কন্ডিশন একটা বড় দিক। ইংল্যান্ডে এখন গ্রীষ্মের শুরু। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। এ অবস্থায় পিচে বল বেশি সুইং করবে। গতি ও বাউন্স তো আছেই। বাংলাদেশকে সর্বোচ্চটুকু বের করে আনতে হবে। তাহলেই সফলতা আসবে।

**সফরসূচি**

**টেস্ট সিরিজ**

| | তারিখ | ভেন্যু |
|---|---|---|
| ১ম টেস্ট | ২৬-৩০ মে | লর্ডস |
| ২য় টেস্ট | ৩-৭ জুন | রিভারসাইড |

**ওয়ানডে সিরিজ**

| | | |
|---|---|---|
| Vs ইংল্যান্ড | ১৬ জুন | ওভাল |
| Vs অস্ট্রেলিয়া | ১৮ জুন | সোফিয়া গার্ডেনস |
| Vs ইংল্যান্ড | ২১ জুন | ট্রেন্ট ব্রিজ |
| Vs অস্ট্রেলিয়া | ২৫ জুন | ওল্ড ট্রাফোর্ড |
| Vs ইংল্যান্ড | ২৬ জুন | হেডিংলি |

## বাংলাদেশ

সামর্থ্য কম বলা যাবে না। অনভিজ্ঞতাই বড় সমস্যা। পুরো শক্তির পেস অ্যাটাক নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সঙ্গে উপমহাদেশীয় স্পিন ঐতিহ্য। সিরিজে ভালো করতে টপ অর্ডারকে সফল হতে হবে। বল পুরনো হলে খেলা তুলনামূলক সহজ হবে।

গ্রাউন্ড ফিল্ডিং সবসময়ই ভালো। স্লিপে ক্যাচিং ঠিক রাখতে হবে। উইকেটে বাউন্সের কারণে স্লিপে অনেক ক্যাচ আসে। সেগুলো ধরে রাখার ওপর খেলার ভাগ্য অনেকটা নির্ভরশীল।

**মোহাম্মদ রফিক :** যে কোনো পিচ বা কন্ডিশন, মোহাম্মদ রফিক সব সময়ই দেশের বোলিং আক্রমণের নেতা। প্রচন্ড ধৈর্যশীল। খুবই টাইট লাইনে বল করে যান ক্রমাগতভাবে। তার স্ট্রাটেজি ব্যাটসম্যানকে রান করতে না দেয়া। তখন ব্যাটসম্যান ভুল করতে বাধ্য। ভয়ঙ্কর হলো আর্মার। আর্ম বলে প্রচুর উইকেটও পেয়েছেন। রফিকের টেস্ট সেঞ্চুরিও আছে। লোয়ার-মিডল অর্ডারে ব্যাট হাতে দীর্ঘদিন দলকে সার্ভিস দিচ্ছেন। দলের প্রয়োজনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রানের

যোগানদাতা তিনি।

**হাবিবুল বাশার :** ক্যাপ্টেন বাশার দলের ব্যাটিংয়ের অবিসংবাদিত নেতা। ক্রিকেট বিশ্বে বাংলাদেশের 'ব্র্যাডম্যান' নামেই পরিচিত। সিরিজে দলের ব্যাটিংয়ের মূল ভার তাকেই নিতে হবে। মূল সক্ষমতা ও দুর্বলতা একটাই- অতিরিক্ত হুক প্রবণতা। বেশির ভাগ রান হুক আর পুল শট থেকে পান। আর আউটও হন এভাবেই। ইংল্যান্ড সিরিজ নিয়ে তিনি খুবই আত্মবিশ্বাসী। এই আত্মবিশ্বাস মাঠে প্রয়োগের ওপরই দেশের ভাগ্য নির্ভর করছে।

**মোহাম্মদ আশরাফুল :** দেশসেরা ব্যাটিং প্রতিভা। খুব কম সময়ে নামের প্রতি সুবিচার করতে পেরেছেন। তার বড় ইনিংসগুলো দেশের জন্য অনেক সম্মান বয়ে এনেছে। অন্যদিকে আউট হবার ধরন দুর্নাম কুড়িয়েছে। এখন অবশ্য অনেক পরিণত। সিরিজে দলের ব্যাটিং সাফল্য তার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সক্ষমতার সবটুকু ঢেলে দিতে হবে। তাহলে দলের সাফল্য আসবে। তাছাড়া অকেশনাল লেগ স্পিন বোলিংয়ে অনেক সময়ই ব্রেক থ্রু এনে দিতে পারেন।

**খালেদ মাসুদ পাইলট :** দলের সবাই ডাকে 'দ্য ওয়াল' নামে। দলের ব্যাটিং বিপর্যয়ে সব সময়ই দাঁড়িয়ে যাওয়া খেলোয়াড়টির নাম পাইলট। সামর্থ্যের সবটুকু মাঠে ঢেলে দেন। অসাধারণ এক টিমমেট। দলের সহ-অধিনায়কও তিনি। কোচ ডেভের মতে, এই মুহূর্তে পাইলট এশিয়ার সেরা উইকেট কিপার। ফিল্ডিংয়ের সময় দলের সবাইকে চাঙ্গা রাখতে বড় ভূমিকা রাখেন। দলের সাফল্যে বড় ভূমিকা রাখতে হবে যথারীতি এ সিরিজেও।

**আফতাব আহমেদ :** এই মুহূর্তে দলের অন্যতম সেনসেশন। ঐতিহাসিক ওয়ানডে সিরিজ জয়ে বিশাল ভূমিকা রেখেছেন। মিডল অর্ডারের অন্যতম ভরসা। দলের সবার সঙ্গে জ্বলে উঠতে হবে সিরিজে। সামর্থ্যের সবটুকু ঢেলে দিতে হবে। তিনি ব্যাকফুটে ভালো খেলেন। ইংল্যান্ডের বাউন্সি পিচে এটা খুবই কাজে আসবে। খুব ভালো ফিল্ডার তিনি। তাছাড়া মিডিয়াম পেস বলে ব্রেক থ্রু এনে দেবার সামর্থ্যও আছে তার।

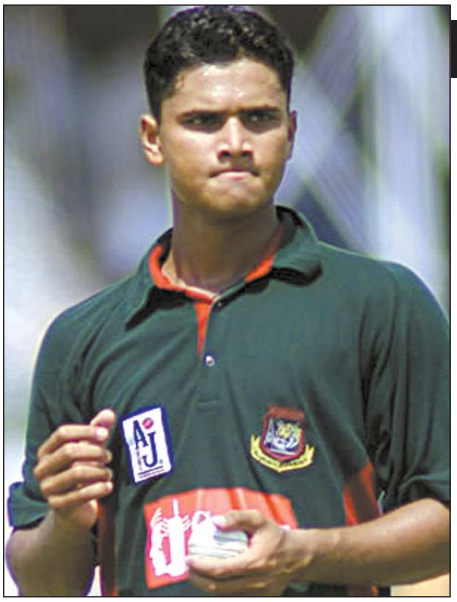

## মাশরাফি বিন মর্তুজা

এই মুহূর্তে দেশের সেরা পেসার। ইংল্যান্ডের কন্ডিশনে সবচেয়ে কার্যকর হয়ে উঠবেন। আবির্ভাবের পর থেকেই এই তরুণ দেশের পেস আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। এখন দলের সিনিয়র বোলার। তাকে অনেক দায়িত্ব নিতে হবে সিরিজে। মাশরাফি খুবই আক্রমণাত্মক বোলার। ইংল্যান্ডের দ্রুত ও সুইংসহায়ক পিচে আগুন ঝরানোর ক্ষমতা আছে তার।

লোয়ার অর্ডারে ব্যাটিং দলের জন্য বড় প্রাপ্তি। এর মাঝেই বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছেন দলের হয়ে।

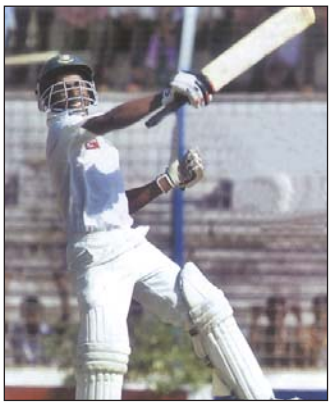

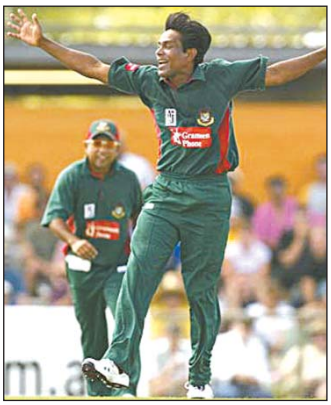

*আশরাফুল, রফিক, পাইলট : দলের ভরসা*

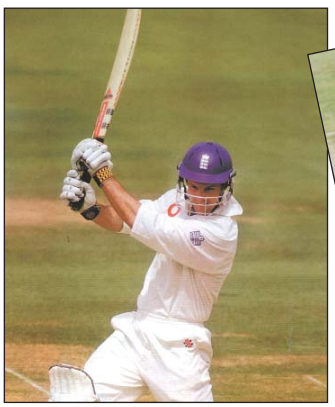

*স্ট্রস, হগার্ড, ট্রেসকোথিক : পরীক্ষিত খেলোয়াড়*

## ইংল্যান্ড

এ মুহূর্তে টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে দ্বিতীয় দল। পুরো দলটাই ফর্মে আছে। তবে ইনজুরির জন্য ফ্লিনটফের সার্ভিস পাবে না। এটা বাংলাদেশের জন্য সুখবর। স্পিন অ্যাটাক তুলনামূলকভাবে দুর্বল। পেস বোলিংয়ে এই ঘাটতি পূরণের ক্ষমতা আছে। ব্যাটিং গভীরতা অনেক। ব্যাটসম্যানরা বড় ইনিংস খেলতে সক্ষম।

**মাইকেল ভন :** ক্লাসিক ব্যাটিংয়ের অনুপম প্রদর্শক। ভুলে যেতে পারেন আগের বলে কি ঘটেছিলো। কেরিয়ারের শুরুতে মাইকেল আথারটনের সঙ্গে তুলনা করা

হতো ক্রিজে অবিচল থাকার জন্য। সময়ে তাকেও ছাড়িয়ে যান। তিনি ইংল্যান্ড দলের ব্যাটিংয়ের মূল ভরসা। দলের ক্যাপ্টেন হিসেবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। তিনি দলকে সম্মানীয় উচ্চতায় তুলে এনেছেন। জ্বলে উঠলে বাংলাদেশকে একাই শেষ করে দিতে পারেন। তাই শুরুতেই তাকে ফেরাতে হবে।

**মার্কাস ট্রেসকোথিক :** বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। হুক পুল করেন অনায়াস দক্ষতায়। অনুপম কভার ড্রাইভ আর সুইপ করার ক্ষমতা তাকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। প্রতিদিন রান পান না। যেদিন দাঁড়িয়ে যান সেদিন অনেক বড় স্কোর করেন। নাসের হুসেইন তাকে বলতেন বাঁহাতি 'গ্রাহাম গুচ'। যেকোনো সিরিজ নিজের করে নেবার সক্ষমতা আছে তার। তাই বাংলাদেশের জন্য ট্রেসকোথিক বড় হুমকি।

**অ্যান্ড্রু স্ট্রস :** বলা যায় তাকে সুযোগ দেবার জন্য নাসের হুসেইন অবসর নিয়ে ফেললেন। স্ট্রস ইংল্যান্ডের আধুনিক যুগের ক্রিকেটার। এই বাঁহাতির সহজাত আক্রমণক্ষমতা তাকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। কাউন্টি থেকে ওয়ানডে দলে এসেছিলেন। পারফর্মেন্স দিয়ে টেস্ট দলেও নিজের জায়গাটা পাকা করেছেন। যেকোনো বোলিং দলের মনোবল ভেঙে দিতে তার ব্যাটিং যথেষ্ট।

## স্টিভেন হার্মিসন

এক কথায় বিধ্বংসী বোলার হার্মিসন। তুলনা করা হয় গ্রেট কার্টলি এমব্রোসের সঙ্গে। লম্বা, তাই অনেক বাউন্স পান। সঙ্গে গতি যোগ হয়ে তাকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। হার্মিসনকে সামলানোর ওপর বাংলাদেশের সাফল্য নির্ভর করছে। উচ্চতার কারণে গুডলেন্থ বল থেকেও আশাতীত বাউন্স পান। সঙ্গে পরিচিত কন্ডিশন, দ্রুত ও বাউন্সি পিচ তার জন্য আদর্শ। একাই খেলার ভাগ্য বদলে দেবার ক্ষমতা রাখেন।

**ম্যাথু হগার্ড :** রানআপ দেখলে মনে হয় সামনের সবকিছু গুড়িয়ে দেবেন। সত্যিকার ফাস্টবোলার সুলভ আচরণ তার। দ্রুতগতির সঙ্গে যোগ হয়েছে সুইং। পিচের গতি কাজে লাগান দারুণভাবে। বল সুইং না করলে অবশ্য ততোটা কার্যকর নন। ইংল্যান্ডের পিচে তাকে সামলানো সত্যিই কঠিন কাজ। টিমমেটদের কারণে নিজের সাফল্য অনেক সময় ঢাকা পড়ে গেছে। তাই সুযোগ খোঁজেন জ্বলে উঠতে।